উন্নয়নে দলিতদের পিছিয়ে রাখা যাবে না
বিডিইআরএম এর চট্টগ্রাম বিভাগীয় সম্মেলন-২০২৩

জাত-পাত ও পেশাগত পরিচয়ের কারণে বাংলাদেশের ৮০টির অধিক সম্প্রদায়ের প্রায় ৭৫ লক্ষ জনগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত নানাবিধ বৈষম্যের শিকার হয়। বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার এই জনগোষ্ঠী তাদের সামাজিক অবস্থানগত কারণে দলিত হিসেবে পরিচিত। ২০১৫ সালে জাতিসংঘে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ কর্তৃক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বা এজেন্ডা ২০৩০ গৃহিত হওয়ার পর "উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় কাউকে পিছিয়ে রাখা যাবে না" এসডিজির এই মূল প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশও উন্নয়ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার সকল উন্নয়ন নীতিমালায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠসমূহ অর্ন্তভূক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই প্রেক্ষিতে, বিডিইআরএম ও নাগরিক উদ্যোগ ২০ জুন ২০২৩, সকাল ১০.০০টায়, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক হল, চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব 'বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধিকার আন্দোলন(বিডিইআরএম) এর চট্টগ্রাম বিভাগীয় সম্মেলন - ২০২৩' আয়োজন করে। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. ইফতেখার উদ্দীন চৌধুরী, প্রাক্তন উপাচার্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কামরুল হাসান বাদল-কবি ও সাংবাদিক; নাজের হোসেন- নির্বাহী পারিচালক, IHD Bangladesh; ছাহেরা বেগম-নির্বাহী পরিচালক, সবুজের যাত্রা এবং শরীফ চৌহান, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, চট্টগ্রাম জেলা শাখা। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিডিইআরএম এর কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বিভূতোষ রায়। এছাড়া সভায় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী এবং চট্টগ্রাম বিভাগের বিডিইআরএম ৭টি জেলা কমিটির প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী দিনে এসজিডি বিষয়ক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব বকুল হোসেন, সিনিয়র কর্মসূচি কর্মকর্তা, নাগরিক উদ্যোগ। সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিডিইআরএম কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক উত্তম কুমার ভক্ত।

সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন **জনাব সঞ্চায়ন বড়ুয়া, সভাপতি বিডিইআরএম-চট্টগ্রাম জেলা শাখা**। তিনি বলেন বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডে মূল ধারার জনগণের অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হলেও বাংলাদেশের দলিত জনগোষ্ঠীর তেমন কোন অংশগ্রহণ নাই। সুতরাং তাদের এই উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে না পারলে প্রকৃত অর্থে এসডিজির লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। তিনি আরো বলেন চট্টগ্রাম বিভাগে দলিত জনগোষ্ঠীর উপর বৈষম্য ও বঞ্চনা রয়েছে। এই জনগোষ্ঠির উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আরোও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। নাগরিক উদ্যোগের সহায়তায় বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধিকার আন্দোলন (বিডিইআরএম) দলিত জনগোষ্ঠীকে একত্রিত হয়ে তাদের দাবি দাওয়া তুলে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছে কিন্তু সেটি যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন সম্মিলিত আন্দোলনের।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিডিইআরএম এর **কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক উত্তম কুমার ভক্ত** বলেন যে বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধিকার আন্দোলন (বিডিইআরএম) সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে নিয়মিত বিভাগীয় সম্মেলন করে আসছে যা সংগঠনের নেতৃত্ব বিকাশ এবং সাংগঠনিক কাজের গতিশীলতাকে তরান্বিত করেছে। বাংলাদেশে দলিত অধিকার আদায়ের আন্দোলন আজ দৃশ্যমান। বাংলাদেশের দলিত জনগোষ্ঠী শত শত বছর ধরেই এই ধরণের অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার এবং এর মূলে রয়েছে তাঁদের প্রতি বিদ্যমান জাত-পাত ভিত্তিক বৈষম্য। জাত-

পাতভেদে বৈষম্যের চর্চা এদেশে বহুযুগের পুরনো যা আজও বাংলাদেশের ৭৫ লক্ষ দলিত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত করে রেখেছে।

কামরুল হাসান বাদল, কবি ও সাংবাদিক বলেন বেসরকারী সংস্থাগুলো মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঋণদান কর্মসূচি, এছাড়াও সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রমও হয় কিন্তু দলিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কোন সংগঠন কাজ করতে দেখেননি এই জন্য তিনি নাগরিক উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানান।

শরীফ চৌহান, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, চট্টগ্রাম জেলা শাখা বলেন বাংলাদেশের সংবিধানে বৈষম্যহীনতার কথা বলা হয়েছে। সেখানে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিষয়টি উল্লেখ আছে। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সংসদে কোটাভিত্তিক দলিত প্রতিনিধিত্ব আছে, কিন্তু বাংলাদেশে নেই। তাই তিনি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য কোটা প্রবর্তনের যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলেন, এই জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিতে হলে কোটা ব্যবস্থার বিকল্প নেই। সকল খাতে দলিতদের জন্য কোটা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী জানান। দলিতদের প্রতি বৈষম্য দুর করতে না পারলে তাদের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তিনি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও অবিলম্বে বৈষম্য বিলোপ আইনটি দ্রুত প্রণয়নের দাবী জানান।

নাজের হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, IHD Bangladesh বলেন বৈষম্য সমাজে আছে এবং এই বৈষম্য আমরা জিইয়ে রেখেছি কিছু মানুষের স্বার্থের কারণে। তিনি জোর দিয়ে বলেন দলিতদের মুক্তি পেতে হলে প্রথমত তাদের শিক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে, সংগঠন তৈরী করতে হবে এবং তা শক্তিশালী করতে হবে, সুনির্দিষ্ট দাবি নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানাতে হবে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত রাজপথে থাকতে হবে। তিনি নাগরিক উদ্যোগের প্রশংসা করে তাদেরকে ধন্যবাদ জানান এই কারণে যে সমাজের এই অবহেলিত মানুষের জন্য তারা কাজ করছে। তিনি বিডিইআরএম এর আন্দোলনের সাথে আছেন এবং থাকবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

সেলিম জাহাঙ্গীর, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, ক্যাব বলেন এসডিজির শ্লোগান হলো 'কাউকে পিছিয়ে রাখা যাবে না' এই শ্লোগান বাস্তবায়ন করতে হলে দলিতদের এগিয়ে নিতে হবে আর দলিতদের এগিয়ে নিতে হলে তাদের মানুষের অধিকার দিতে হবে অন্যথায় তারা পিছেয়ে থেকে যাবে।

সবুজের যাত্রার নির্বাহী পরিচালক ছাহেরা বেগম বলেন, আগে দলিত ছেলে মেয়েরা লেখা পড়া করত না ফলে শিক্ষায় তারা অনেক খানি পিছিয়ে ছিল কিন্তু বর্তমানে শিক্ষা দলিত শিক্ষার্থীরা অনেকখানি এগিয়ে গেছে, এখন অনেক ঘরে বি.এ পাশ এম. এ পাশ ছেলে মেয়ে আছে। এখন দরকার তাদের চাকরির ব্যবস্থা করা এ ব্যাপারে সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে। তিনি দলিত জনগোষ্ঠীর আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে তাদের সাথে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

প্রধান অতিথি অধ্যাপক ড. ইফতেখার উদ্দীন চৌধুরী, সমাজতত্ত্ব বিভাগ ও প্রাক্তন উপাচার্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মার্কিন বর্ণবাদ বিরোধী নেতা মার্টিন লুথার কিং এর আন্দোলন এবং ভুমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন আমাদের দেশেও দলিত জনগোষ্ঠীকে এই রকম আন্দোলনের মাধ্যমে অধিকার আদায় করতে হবে। তিনি জানান বাংলাদেশ এবং ভারতে অনেক দলিত সংগঠন তৈরী হয়েছে, তারা স্ব স্ব অবস্থানে থেকে তাদের দাবিগুলো জানাচ্ছে কিন্তু এই সকল সংগঠনের মধ্যে কোন ধরনের সমন্বয় নেই এবং তাদের এক অপরের মধ্যে বিদ্বেষমূলক মনোভাব রয়েছে। তিনি মনে করেন এই সকল সংগঠনগুলো সমন্বয় করে, একত্রিত হয়ে তাদের গুছিয়ে দাবি জানালে সরকার একটা চাপ অনুভব করবে এবং দলিতদের দাবি পূরণ করতে বাধ্য হবে। তিনি নাগরিক উদ্যোগ এবং বিডিইআরএম কর্তৃক দলিতদের জন্য সুপারিশ মালার প্রতি সহমত পোষন করেন। দলিত কলোনীতে ছোট ছোট ঘরে দলিত জনগোষ্ঠীর কয়েক প্রজন্ম একসাথে বাস করে। সেখানে যাতে সরকারি সহায়তায় আবাসন প্রকল্প শুরু করা যায় এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করেন।

বিডিইআরএম-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও অনুষ্ঠানের সভাপতি বিভূতোষ রায় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকলেই কেবল আন্দোলনে সফলতা আসবে। তিনি বলেন, মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে হলে দলিত জনগোষ্ঠীকে নিজেকে ঠিক হবার পাশাপাশি সরকারকেও সহযোগিতা করতে হবে। তিনি দেশের চলমান বৈষম্য বিলোপ করতে হলে এক দিকে যেমন বৈষম্য বিলোপ আইন পাশ করা দরকার তেমনী মূলস্রোতধারার মানুষের মধ্যে তাদের দৃষ্ঠিভঙ্গির পরিবর্তন আনতে হবে বলে মনে করেন।